132608 - জান্নাতে অথবা জাহান্নামে প্রবেশের পর কউে কি সখোন থকেে বরে হবে? কাফরেদরে জনহতিকর কাজরে প্রতদিান কী?

প্রশ্ন

সূরা হূদরে ১০৬ ও ১০৭ নং আয়াত সম্পর্কে 21635 নং প্রশ্নরে উত্তরদাতার প্রতি সম্মান রখেে বলছি: আপনারা বলছেনে যে জাহান্নামবাসী সখোনে চরিস্থায়ী হবে এবং বরে হবে না। অথচ আমি সহীহ বুখারীর অধ্যায় নং: ২, ১২ ও ৭২ তে পড়ছে যি কছিু জাহান্নামবাসীর প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করবনে এবং তাদরে অন্তরে তার প্রতি ঈমান থাকার কারণে তারা জান্নাতে প্রবশে করব। কোনটি সঠকি? যদি উভয়টি সঠকি হয় তাহলে এ দুটোর মাঝে সমন্বয়রে পদ্ধতি কী? এর উপর ভত্তিি করে কি এটাও বলা যায় যে সূরা হূদে বর্ণতি আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে যারা কছিু ভালো কাজ করছে তারা অনুরূপ সময় জান্নাতে থাকার পরে শষেে জাহান্নামে প্রবশে করব? যদি এমনটি না হয়ে থাকে তাহলে মাদার তসেরোর মতো যে সমস্ত কাফরে মানবতার কল্যাণে নজিদেরে জীবন ব্যয় করে কাফরেদরে দশেইে মারা গয়িছে তাদরেকে কীভাবে প্রতদিান দওেয়া হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

আমরা আমাদরে ওয়বেসাইটে যে সমস্ত উত্তর প্রকাশ করি সগেুলো পড়ার জন্য প্রশ্নকারী ভাইকে ধন্যবাদ দচ্ছি। এছাড়া তনিি এগুলোতে নজিরে চন্তিাকে প্রয়োগ করছনে সে জন্যও তার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছ। বাহ্যতঃ বরিোধপূর্ণ মনে হয় এমন বষিয়ে তনিি যে প্রশ্ন করছেনে এটি প্রমাণ করে যে তনিি জানতে আগ্রহী এবং যা পড়নে তা থকেে উপকৃত হওয়ার চষ্টো করনে, ইন শা আল্লাহ।

দুই:

উল্লখিতি প্রশ্নরে উত্তরে যা বর্ণতি হয়ছেে তার সাথে প্রশ্নে উল্লখিতি হাদীসসমূহরে কোনো বপৈরত্যি নইে। এর ব্যাখ্যা নম্নিরূপ:

জাহান্নামবাসী দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: তাওহীদবাদী (ঈমানদার); যারা নকে আমলরে সাথে বদ আমলরে মশ্রিণ করছে। তাদরে পাপরে কারণে আল্লাহ তাদরেকে জাহান্নামে প্রবশে করয়িছেনে এবং তনিি চয়েছেনে যে, তারা সখোনে শাস্তি ভোগ করুক।

এই প্রকার ব্যক্তরিা একটি নর্দিষ্টি সময় পর্যন্ত জাহান্নামে শাস্তি পাবে। সে সময়টা আল্লাহই নর্ধিারণ করবনে। তারপর তাদরেকে জাহান্নাম থকেে বরে করে আনবনে এবং তাদরে জন্য স্থায়ীভাবে জান্নাত লখিে দবিনে।

এই প্রকার মানুষই প্রশ্নে বর্ণতি হাদীসসমূহে উদ্দশ্যে। সে হাদসিগুলোতে বলা হয়ছেে যে, তাদরে মাঝে বদ্যিমান তাওহীদরে কারণে তারা জাহান্নাম থকেে বরে হবে। এরা জাহান্নামবাসী মুসলমি।

দ্বতিীয় প্রকার: কাফরে ও মুনাফকি সম্প্রদায়। এদরে তাওহীদরে প্রতি ঈমান নইে। কুফুরী, শর্িক, নাস্তকিতা ও নফিাকীর উপর এরা মারা গয়িছে।

এই প্রকার মানুষরে শাস্তি হবে চরিন্তন। এ প্রকাররে মানুষকে আল্লাহ এই বলে ধমক দয়িছেনে যে, তারা যদি আল্লাহর নর্দিশেতি তাওহীদ (আল্লাহর এককত্ব) ও আল্লাহর জন্য ধর্মকে একনষ্ঠি না করে তাহলে তারা চরিস্থায়ী জাহান্নামে থাকব। কন্িতু তারা নজিদেরে জন্য কুফরী বছেে নয়িছে, জাহান্নামে চরিস্থায়ীভাবে থাকাকে এখতয়িার করছে।

আপনি আপনার প্রশ্নরে শুরুতে যে প্রশ্নোত্তররে কথা উল্লখে করছেনে, সখোনে সূরা হূদরে যে আয়াতসমূহ আমরা উল্লখে করছে িসগেুলোর দ্বারা এই প্রকার মানুষ উদ্দশ্যে।

তনি:

যমেনটা আমরা আগে উল্লখে করছে িজনেে রাখুন: এক শ্রণেী নয়; বরং দুই শ্রণেীর মানুষ জাহান্নামে প্রবশে করব। এদরে মাঝে এক শ্রণেী জাহান্নাম থকেে বরে হবে। তারা হচ্ছে তাওহীদবাদী মানুষ; যারা এমন কছিু পাপে লপ্তি হয়ছেে যার কারণে তারা জাহান্নামরে উপযুক্ত হয়ছে। অন্য দলটি জাহান্নাম থকেে বরে হবে না। তারা হচ্ছে ঐ সমস্ত মানুষ যারা কুফরী করছেে এবং কুফরীর উপর মারা গয়িছে।

অন্যদকিে জান্নাতে কবেল একটি দলই প্রবশে করব। তারা হচ্ছে তাওহীদে বশ্বিাসী দলটি। বান্দা যদি জান্নাতে প্রবশে করে সে কখনো সখোন থকেে বরে হবে না। বরং সখোনে বদ্যিমান নয়িামত সে পতেে থাকব। সখোনে সে দুর্ভাগা হবে না, কষ্ট পাবে না, মারা যাবে না, অসুস্থ হবে না এবং বৃদ্ধ হবে না। একবার এই নয়িামত পাওয়ার পর আর কখনও এর থকেে বঞ্চতি হবে না।

যদি আপনি বুঝতে পারনে যে মানুষ দুই প্রকার: ঈমানদার ও কাফরে এবং সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যবান তাহলে আপনি বুঝতে পারবনে যে, কুরআনে জাহান্নাম থকেে বরে না হওয়ার যে বধিানরে কথা বর্ণতি হয়ছেে সটেি দ্বারা উদ্দশ্যে হলো

জাহান্নামরে স্থায়ীবাসন্দিা কাফরে ব্যক্তবিরগ। যমেনটি আল্লাহর বাণীতে এসছে:

كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

“এভাবইে আল্লাহ তাদরে কাজসমূহকে তাদরে জন্যই আক্ষপেে পরণিত করবনে। তারা জাহান্নাম থকেে কখনো বরে হবে না।”[সূরা বাকারা: ১৬৭]

এছাড়াও তার বাণী:

يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ

“তারা আগুন থকেে বরে হতে চাইবে, কন্িতু তারা সখোন থকেে আর বরে হবে না। তাদরে জন্য রয়ছেে স্থায়ী শাস্তি।”[সূরা মায়দো: ৩৭]

অন্যদকিে সৌভাগ্যবান ও ঈমানদার সম্প্রদায়রে ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম হচ্ছে তারা জান্নাত থকেে বরে হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ

“আমি তাদরে অন্তররে বদ্বিষে দূর করে দবে। তারা ভাই-ভাইয়রে মত সামনাসামনি আসনে বসবে। সখোনে তাদরে কোনো ক্লান্তি আসবে না এবং সখোন থকেে তাদরেকে বরেও করা হবে না।”[সূরা হজির: ৪৭-৪৮]

চার:

আপনার কাছে যদি এটি স্পষ্ট হয় তাহলে এটাও জানা জরুরী যে, কাফরে যদি এমন কোন কাজ করে যার জন্য সে প্রতদিানরে হকদার তাহলে দুনয়িাতইে তাকে এর প্রতদিান দয়ো হবে; আখরিাতে না। কারণ সে যে কুফরীতে লপ্তি এটি তার কাজটি আখরিাতে উপকৃত হওয়ার জন্য কবুল হওয়ার পথে প্রতবিন্ধক। কারণ আমল কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে— ইসলাম।

ইমাম ত্বাবারী (রাহমিাহুল্লাহ) বলনে: ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করা ছাড়া (অর্থাৎ মুশরকি ব্যক্তি) কোনো ভালো কাজ করে তাকে এর প্রতদিান দুনয়িাতইে দওেয়া হয়। যমেন: সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, ভক্ষিুককে দান করা, নরিুপায় ব্যক্তরি প্রতি দয়া করা ইত্যাদি উত্তম কাজসমূহ। আল্লাহ দুনয়িাতে নগদে তার কর্মরে প্রতদিান প্রদান করনে। তার জীবকিায় ও রযিকিে প্রবৃদ্ধি দান করনে। তাকে যা দনে তাতে তা দ্বারা তার চক্ষু শীতল করে দনে। তার থকেে দুনয়িাবী অনষ্টিসমূহ প্রতহিত করনে। অনুরূপভাবে আরো কছিু বষিয় প্রদান করনে। কন্িতু তার জন্য আখরিাতে কোনো কছিুই নইে।’[তাফসীরুত ত্বাবারী (১৫/২৬৫)]

হাফযে ইবনে হাজার রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘কাযী ইয়ায বলছেনে: এ ব্যাপারে ইজমা তথা ঐকমত্য রয়ছে যে, কাফরেদরে কাজসমূহ তাদরে কোনো কাজে আসবে না, তারা এর জন্য প্রতদিান হসিবে কোনো আখরিাতে কোনো নয়িামত পাবে না, তাদরে শাস্তি কমিয়িে দওেয়া হবে না, যদওি তাদরে মাঝে কারো কারো শাস্তি অন্যদরে চয়েে বশেি হবে।’[ফাতহুল বারী (৯/৪৮)]

জনেে রাখুন, আল্লাহ তাদরে জনহতিকর কাজরে প্রতদিান বনিষ্ট করবনে না। কন্তিু তাদরে প্রতদিান দুনয়িাতইে দয়ো হবে; আখরিাতে নয়। অন্যদকিে মুমনি তার নকেকাজরে প্রতদিান দুনয়িা ও আখরিাত উভয় স্থানে পাবে।

আনাস ইবনে মালকে রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “কাফরে যখন দুনয়িাতে কোনো পুণ্যরে কাজ করে তখন এর বনিমিয়ে তাকে দুনয়িাতে কোন খাবার খতেে দওেয়া হয়। (আর আখরোতে সে এর কছিুই প্রতদিান পাবে না)। কন্তিু মুমনিরে জন্য আল্লাহ তা’আলা আখরোতে তার প্রতদিানকে সঞ্চতি করে রাখনে এবং দুনয়িাতে তাঁর আনুগত্যরে বনিমিয়ে তনিি তাকে জীবকিা দনে।”[হাদীসটি মুসলমি (২৮০৮) বর্ণনা করনে]

অন্য বর্ণনা অনুযায়ী, “মহান আল্লাহ কোন মুমনিরে উপর তার নকেীর ব্যাপারে যুলুম করনে না। তাকে তার প্রতদিান দুনয়িাতওে দওেয়া হয় এবং আখরোতওে দওেয়া হবে। কন্তিু কাফরেকে ভালো কাজরে বনিমিয় (যা সে আল্লাহর জন্য করে) দুনয়িাতইে দয়িে দওেয়া হয়। এমনকি যখন সে আখরোতে পাড়ি জমাবে, তখন তার এমন কোনো পুণ্য থাকবে না যার বনিমিয়ে তাকে কছিু (পুরস্কার) দওেয়া যাবে।”

আরো জনেে রাখুন যে, দুনয়িাতে এই প্রতদিান দওেয়ার বষিয়টওি অবধারতি নয়। বরং এটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। মহান আল্লাহ বলনে:

مَّن كَانَ يُرِيدُ العاجلة عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ

“যে দুনয়িা (দুনয়িা সুখ-শান্তি) চায় তার জন্য আমি যাকে যা দতিে চাই দ্রুত দয়িে দইি।”[সূরা ইসরা: ১৮]

শানকীত্বী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘জনেে রাখুন, আমরা কুরআন-সুন্নাহ থকেে যে দলীলসমূহ উল্লখে করলাম যে, কাফরে ব্যক্তি পতিামাতার আনুগত্য করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, অতথিি ও প্রতবিশেীর সমাদর করা, বপিদগ্রস্ত ব্যক্তকিে সাহায্য করা ইত্যাদি ভালো কাজরে মাধ্যমে সে পার্থবি জীবনে উপকৃত হবে— এ সবই আল্লাহর ইচ্ছার শর্তযুক্ত। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেনে: مَّن كَانَ يُرِيدُ العاجلة عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ “যারা দুনয়িার (দুনয়িার সুখ-শান্তি) চায় তাদরে মধ্যে আমি যাকে যা দতিে চাই দ্রুত দয়িে দইি।”[সূরা ইসরা: ১৮] উক্ত আয়াতটি এ সম্পর্কতি আয়াত ও হাদীসগুলোকে শর্তযুক্ত করে দয়িছেে। আর উসূলে সাব্যস্ত হয়ছেে যে শর্তহীন বষিয় (مطلق)-কে শর্তযুক্ত বষিয় (مقيد) দয়িে ব্যাখ্যা করতে হয়। বশিষেতঃ যদি হুকুম ও কারণ অভন্নি হয়; যমেনটি এখানে ঘটছেে।’[আদ্বওয়াউল বায়ান: (৩/৪৫০)]

'কাফরেদরে মাঝে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা প্রতদিান দনে', পূর্বোক্ত এ কথা তা তরেসোর ক্ষত্রেে প্রযোজ্য নয়। তরেসোর প্রকৃত নাম অ্যাগনকি গঞ্জা বোজোঝউি। সে মূলত মসেডিোনয়িার। ১৯৯৭ সালে সে মারা যায়। সে ছলি একজন খ্রষ্টিান পাদ্রী; যে দরদ্রি, ছন্নিমূল ও অসুস্থ ব্যক্তদিরে সবোকে কাজে লাগয়িে তাদরেকে খ্রষ্টিান বানাতো এবং নজি ধর্মে তাদরেকে দীক্ষতি করত। এ ধরনরে কাজকে 'ভালো' কাজ হসিবেে কোনোভাবে গণ্য করা যায় না। সে দুনয়িাতে যা প্রতদিান পাচ্ছে সটেি তার কর্মরে প্রতদিান নয়। বরং আল্লাহ তার যে দায়ত্বি নয়িছেনে সটেরি কারণে। কউে যদি আল্লাহর সাথে কুফরী করে আল্লাহ তাকে শাস্তি প্রদান করবনে, যমেনটি আল্লাহ বলনে:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

"(স্মরণ করো) যখন ইবরাহীম বলছেলি, "হে প্রভু! একে (মক্কা নগরীকে) একটি নরিাপদ শহর বানয়িে দনি এবং এর অধবিাসীদরে মধ্যে যারা আল্লাহ ও শষে দনি (পরকালে) ঈমান আনবে, ফল-ফলাদি দ্বারা তাদরে জীবকিার ব্যবস্থা করে দনি।" তনিি বলছেলিনে: "আর যে অবশ্বিাস করবে তাকওে কছিুদনিরে জন্য (এ সব) উপভোগ করতে দবে, তারপর তাকে জাহান্নামরে শাস্তরি দকিে ঠলেে দবে; সটো কতই না খারাপ গন্তব্যস্থল"।"[সূরা বাকারা: ১২৬]

সুতরাং দুনয়িাতে কাফরেদরে কর্ম দুই ভাগে বভিক্ত:

এক: এমন দুনয়িাবী ভালো কাজ যার জন্য আল্লাহর নকৈট্য অর্জনরে নয়িত করা শর্ত নয়। যমেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, অতথিরি সমাদর করা প্রভৃতি। হাদীসে এ ধরণরে কর্মই উদ্দশ্যে। যে কর্মরে কারণে আল্লাহ যদি চান কাফরেকে দুনয়িাতইে প্রতদিান দয়িে দওেয়া হবে।

ইমাম নববী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: 'উক্ত হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়ছেে যে কাফরে ব্যক্তি যে ভালো কাজগুলো করে সগেুলোর বনিমিয়ে তাকে দুনয়িাতে খাদ্য খাওয়ানো হয়। অর্থাৎ যে কাজগুলো সে আল্লাহর নকৈট্য হসিবেে করছে,ে কন্তিু সগেুলোর শুদ্ধতার জন্য নয়িতরে দরকার নইে। যমেন: যে কাজগুলো সে আল্লাহ তাআলার নকৈট্য অর্জনরে জন্য করছে;ে যমেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, দান-সদকা করা, দাস মুক্ত করা, আতথিয়েতা করা ইত্যাদি অন্যান্য ভালো কাজ।'[শরহু মুসলমি (১৭/১৫০)]

দুই: এমন দুনয়িাবী কাজ যার দ্বারা সে তার ধর্ম প্রচার করা এবং মুসলমিদরেকে তাদরে দ্বীনরে ব্যাপারে ফতিনায় ফলোর উদ্দশ্যে করে। এমন কর্ম এ হাদীসরে অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এমন ব্যক্তরি জন্য রয়ছেে কঠোর শাস্তরি হুমকি। কারণ সে এর দ্বারা আল্লাহর দ্বীন থকেে বমিুখ করে এবং এই অসৎ উদ্দশ্যে হাসলিে মানুষরে প্রয়োজন, দারদ্রিয ও অসুস্থতাকে কাজে লাগায়। এর নমুনা হচ্ছে তরেসো এবং তার মত খ্রষ্টিধর্মরে প্রচারক ও বাতলিরে দকিে আহ্বানকারী ব্যক্তরিা।

অন্যদকিে যটেি ধর্মীয় কাজ এবং যে কাজরে জন্য নকৈট্য অর্জনরে নয়িত করা শর্ত, যমেন: হজ্জ, উমরা ও দোয়া; এমন কাজরে জন্য কাফরে ব্যক্তি দুনয়িা ও আখরিাতে কোনো বনিময় পাবে না। কারণ তার কাজ বাতলি। তার কাজ কবুলরে শর্তগুলোই এখানে অনুপস্থতি। সগেুলো হচ্ছে ইসলাম, ইখলাস তথা একনষ্ঠিতা এবং রাসূলরে অনুসরণ। অধকিন্তু কাফররে আমল ধ্বংস করে দয়ো হবে, সে কয়িামতরে দনি এর থকেে কোনো উপকার লাভ করবে না।